দৈনিক ইনকিলাব

20 MAY 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৮ কলাম ... ...

73

উপজেলা/ পরিক্রমা

মেলান্দহ

জামালপুর, ১৯ মে (সংবাদদাতা)।— জামালপুর জেলা সদর থেকে ৬/৭ মাইল পশ্চিমে মনোরম পরিবেশে মেলান্দহ উপজেলার অবস্থান। এ উপজেলার মোট আয়তন হচ্ছে ৯৩.৬২ বর্গমাইল। মোট জনসংখ্যা ২০৬৯১৭ জন তার মধ্যে, পুরুষ ১৬২৫১ জন এবং মহিলা ১৪,৩৬৬ জন। ইউনিয়নের সংখ্যা ১০টি ও গ্রামের সংখ্যা ১৮৩টি।

যোগাযোগ

এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য উপজেলা থেকে অত্যন্ত নিম্নমানের। অধিকাংশ সড়কই কাঁচা। মোট সড়কের মধ্যে পাকা সড়ক হচ্ছে মাত্র আধ মাইল এবং কাঁচ সড়ক ৪৮৮ মাইল। মোট রেলপথ হচ্ছে ১২ মাইল। এ উপজেলার লোকজনের জেলা সদর ও রাজধানীর সাথে যোগাযোগের একমাত্র সহজ মাধ্যম হচ্ছে রেলপথ। এ ছাড়া অধিকাংশ সড়ক কাঁচা হওয়ায় বিশেষ করে বর্ষা মওসুমে কর্দমাক্ত সড়ক দিয়ে লোকজনের চলাচলের জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

কৃষি

এ উপজেলার অধিকাংশ লোকজনই কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে ধান, পাট, ইক্ষু, গম, বিভিন্ন ডাল, সরিষা ও শাকসব্জি উৎপন্ন হয়। মোট জমির পরিমাণ ৫৯,৫১৩ একর। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫১,০০১ একর ও অনাবাদী জমির পরিমাণ ৮,৫১২ একর। শক্তি চালিত পাম্প ১২৬টি, হস্তচালিত পাম্প (নলকূপ) ২৪২৯টি। কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদিধ পাওয়ায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ না করায় এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য না পাওয়ায় প্রায় কৃষকগণ ঋণে জর্জরিত। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে তেমন একটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

শিক্ষা

এ উপজেলায় মহাবিদ্যালয় ২টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫টি, বালক ১২টি, বালিকা ৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯টি, বালক ৬টি, বালিকা ৩টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৭টি, সরকারী ৮০টি বেসরকারী ৭টি, মাদ্রাসা ২০টি, আলীয়া মাদ্রাসা ২টি, হাফেজিয়া মাদরাসা ৭টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ১৪টি। উল্লেখ্য এ উপজেলায় সরকারী কোন মহাবিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয় নেই। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল-এর অভাব থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে।

চিকিৎসা

এ উপজেলার ২৫ বেডের হাসপাতালটিতে বর্তমানে চালু রয়েছে মাত্র ৮টি বেড। হাসপাতালটিতে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের অভাব থাকায় জটিল ধরনের রোগীদের চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না। হাসপাতালে ভর্তি হলে বাইরে থেকে রোগীদের নিজ খরচে ওষুধপত্র ক্রয় করতে হয়। ফলে যাদের ওষুধ কেনার সামর্থ্য আছে তারাই চিকিৎসা পাচ্ছে। আর যাদের সামর্থ্য নেই, বিশেষ করে গরীব লোকজনদের বিনা চিকিৎসায় ভুগতে হচ্ছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলার মোট হাট-বাজার সংখ্যা ৩০টি। বর্তমানে প্রায় হাট-বাজারে নানা সমস্যা বিদ্যমান। হাট-বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় শেড না থাকায় (বিশেষ করে কাঁচা বাজার) ক্রেতা বিক্রেতাদের রোদ বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে ক্রয়-বিক্রয় চালিয়ে যেতে হয়। পানি নিষ্কাশনের কোন ড্রেন না থাকায় হাট-বাজারগুলো প্রায় সব সময় কাদায় ভরপুর থাকে। বর্ষা মওসুমে এ অবস্থা বৃদ্ধি পায়, আরো বেশী।